আড়াই বছর পর শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্ত ভারভারা রাও

মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারি : দেশ বিদেশেও তাঁর জামিনের জন্য দাবি উঠেছে বারবার। তবু তিনি জেল থেকে মুক্তি পাননি। অবশেষে আড়াই বছর পর আদালতের ফাঁস সামান্য আলগা হল। ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত কবিকে শর্তসাপেক্ষে ৬ মাসের জামিন দিল বম্বে হাইকোর্ট।

সোমবার ভারভারা রাওয়ের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এসএস সিন্ধে এবং বিচারপতি মণীশ পিটালের বেঞ্চ। যদিও জামিনের বিনিময়ে ভারভারাকে মেনে চলতে হবে কিছু শর্ত। এদিন জামিন দেওয়ার সময় বিচারপতিরা বলেন, 'অভিযুক্তের যা বয়স ও শারীরিক অবস্থা, তাতে তাঁকে আর জেলে আটকে রাখার কোনও মানে হয় না।'

এই মুহূর্তে মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভারভারার চিকিৎসা চলছে। ৫০ হাজার টাকার বন্ড ও সমমূল্যের আরও দুটি জামানতের বিনিময়ে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশে খুশি কবিকন্যা পাবনি বলেন, 'ভালো লাগছে। এতদিনে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেল। এবার আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পরের পদক্ষেপ ঠিক করব।'

সোমবার ভারভারার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এসএস শিন্ডে এবং বিচারপতি মণীশ পিটালের বেঞ্চ। তবে আদালতের নির্দেশ, আগামী ৬ মাস মুম্বইয়ের বাইরে যেতে পারবেন না ভারভারা। তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এনআইএ আদালতে। পাশাপাশি, তদন্তের প্রয়োজনে ডাকলেই হাজিরা দিতে হবে কবিকে। সশরীরে হাজিরা দিতে না পারলে আগাম তা জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষককে। হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে স্থানীয় থানায় তিনি উপস্থিতি দেখাতে পারবেন। ওই মামলায় সহ-অভিযুক্তদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করতে পারবেন না বলেও জানিয়েছে আদালত। ভারভারার জামিনের জন্য বম্বে হাইকোর্টে ২টি আবেদন জমা পড়েছিল। একটি ভারভারার তরফে এবং অন্য আবেদনটি করেছিলেন তাঁর স্ত্রী পি হেমলতা।

প্রবীণ সমাজকর্মীর জামিন মঞ্জুর হওয়ায় রাজ্যের বিদ্বজ্জন মহলও খুশি। পরিচালক অনীক দত্ত বলেন, 'ভালো খবর। তবে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তাঁর অনেকরকম শারীরিক সমস্যা রয়েছে।' রাষ্ট্রের দমনপীড়ণ ও বিরোধী কণ্ঠরোধের চেষ্টাকে একহাত নিয়ে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা সবটা জেনেশুনেও মোমবাতি মিছিল আর স্মারকলিপির বাইরে বেরিয়ে কিছু করতে পারি না। বিরোধী দলগুলির উচিত সংসদের ভিতর ও বাইরে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে আরও সরব হওয়া।' বিরোধী দলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ভূমিকা পালন করে না বলে তাঁর অভিযোগ।

ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় ২০১৮ সালের ২৮ অগাস্ট থেকে জেলে বন্দি ছিলেন ভারভারা। মাওবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হত্যার চক্রান্তে যুক্ত থাকার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনে একাধিক মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ওই বছর থেকেই মহারাষ্ট্রের তালোজা জেলে বন্দি ছিলেন তিনি। জেলে থাকাকালীন অশীতিপর ভারভারার শারীরিক অবস্থার ক্রমশই অবনতি হলেও ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছিল না বলে অভিযোগ। এছাড়া তিনি করোনা ভাইরাসেও সংক্রামিত হন।

মুক্তির বিনিময়ে

- ৬ মাস মুম্বইয়ের বাইরে যেতে পারবেন না ভারভারা
- তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এনআইএ আদালতে
- তদন্তের প্রয়োজনে ডাকলেই হাজিরা দিতে হবে কবিকে
- সশরীরে হাজিরা দিতে না পারলে আগাম তা জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে
- হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে স্থানীয় থানায় তিনি উপস্থিতি দেখাতে পারবেন
- সহ-অভিযুক্তদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পারবেন না

কাঠগড়ায় করোনার নতুন প্রজাতি

সংক্রমণ বাড়ছে মহারাষ্ট্র-কেরল সহ ৬ রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি : সারা দেশে যখন করোনার সংক্রমণ কমতে শুরু করেছে, সেই সময় মহারাষ্ট্র এবং কেরলকে নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বেড়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে মোট সংক্রমণের প্রায় ৭৪ শতাংশই এই দুই রাজ্য থেকে। এই সময়ে নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন ১৪,১৯৯ জন। তার মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্রে ৬,৯৭১ এবং কেরলে ৪,০৭০ জন নতুন করে সংক্রামিত।

অক্টোবরের পর একদিনে এতটা সংক্রমণ দেখেনি মারাঠা মুলুক। গত সাত দিনে মহারাষ্ট্রে গড়ে দৈনিক ৫,২৩০ জন সংক্রামিত হয়েছেন, যা গত বছর ২ ডিসেম্বরের পর সর্বোচ্চ (৫,৫৭৬)। কেরলে গত সাত দিনে দৈনিক করোনা সংক্রমণের চলমান গড় ৪,৩৬১। এই দুই রাজ্য ছাড়াও উদ্বেগ বাড়ছে মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, ছত্তিশগড় ও জম্মু ও কাশ্মীরের সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়েও।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা বেড়েছে ৪,৪২১ জন, যা গত ১৭ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ শুধু তাই নয়, গত নভেম্বরের পর সংক্রমণ বৃদ্ধির হার কখনও এতটা হয়নি। এই মাসের শুরুতেও দেশে মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা প্রতিদিন কমছিল। কিন্তু গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশে অ্যাক্টিভ পজিটিভের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। দৈনিক নতুন সংক্রমণ ফের বাড়তে শুরু করেছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি নতুন সংক্রমণ হয়েছিল ৯,১২১টি। সোমবার সেটাই বেড়ে হয়েছে ১৪,১৯৯। অর্থাৎ প্রায় ১৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি।

মহারাষ্ট্র ও কেরল, এই দুই রাজ্যের সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতি গোটা দেশের মোট সংক্রমণের সংখ্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশে মোট সংক্রামিতের সংখ্যা ১,১০,০৫,৮৫০। সংক্রামিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংক্রমণের হারও বেড়েছে।

সংক্রমণের পাশাপাশি, মহারাষ্ট্র এবং কেরলে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাটাও বাড়তে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। তার মধ্যে ৫০ জনই এই দুই রাজ্য থেকে। অর্থাৎ দেশের মৃতের প্রায় ৬০ শতাংশই ওই দুই রাজ্য থেকে। মহারাষ্ট্রে ৩৫ এবং কেরলে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,৫৬,৩৮৫। সুস্থ হওয়ার সংখ্যাও কিছুটা কমেছে দেশে। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯,৬৯৫ জন। এখনও পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৬,৯৯,৪১০ জন। সুস্থতার হার ৯৭.২৫ শতাংশ।

এই অবস্থায় করোনা সংক্রমণে রাশ টানতে রাজ্যগুলিকে রোগ নির্ণয় পরীক্ষা ও টিকাকরণে জোর দিতে বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ফের লকডাউন করার কথা ভেবেছে উদ্ধব ঠাকরে প্রশাসন। করোনা সংক্রমণ আচমকা বাড়ার কারণ হিসাবে নতুন কোভিড স্ট্রেনকে দায়ী করা হচ্ছে। এইমসের ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া বলেছেন, 'ভারতে করোনা ভাইরাসের নতুন প্রজাতি আগের চেয়ে অনেক বেশি সংক্রামক।' মহারাষ্ট্রের কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্য শশাঙ্ক যোশি একই সুরে বলেছেন, 'করোনা সংক্রমণ বাড়ার পিছনে নতুন স্ট্রেনই দায়ী। ২৪০টি নতুন স্ট্রেন পাওয়া গিয়েছে করোনা ভাইরাসের। এগুলোই বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ায় সংক্রামিতের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে।' গুলেরিয়ার বক্তব্য, গোষ্ঠী অনাক্রম্যতার জন্য বসে থাকলে হবে না। টিকাকরণে জোর দিতে হবে।

করোনা তথ্য

২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত	১৪,১৯৯
মোট সংক্রামিত	১,১০,০৫,৭৫০
মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভ	১,৫০,০৫৫
সুস্থতার হার	৯৭.২৫
২৪ ঘণ্টায় সুস্থ	৯,৬৯৫
মোট সুস্থ	১,০৬,৯৯,৪১০
২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু	৮৩
মোট মৃত্যু	১,৫৬,৩৮৫
সংক্রমণের হার	২.২৯

করোনিল নিয়ে কটাক্ষ শান্তনুর

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি : বাবা রামদেবের 'করোনিলে'র উদ্বোধনী মঞ্চে দেখা গিয়েছিল ড. হর্ষ বর্ধন ও নীতিন গড়করির মতো দুই প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। এর মধ্যে হর্ষ বর্ধন নিজে একজন চিকিৎসক তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সোমবার হর্ষবর্ধনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও চিকিৎসক ড. শান্তনু সেন।

শান্তনু বলেন, 'রামদেবের মতো একজন যোগী-রূপী ব্যবসায়ীর ওষুধের বিজ্ঞাপনে এসে দাঁড়ালেন কিনা দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী! নিজের হাতে প্রকাশ করলেন সেই ওষুধের 'বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাপত্র'। তিনি নিজে একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও কোন যুক্তিতে এই ওষুধের গুণগান করলেন?' শান্তনু জানান, একজন চিকিৎসকের পাশাপাশি হর্ষ বর্ধন নিজেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। একবারও মনে হল না, তাঁর এই ভূমিকা গোটা দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল। রামদেবের সঙ্গে একমঞ্চে তাঁর উপস্থিতি চরম দুর্ভাগ্যজনক বলে জানান তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ।

যোগগুরু বাবা রামদেবের 'করোনিল' নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। 'পতঞ্জলি'র দাবি, আয়ুর্বেদ সম্মত উপায়ে নির্মিত এই দাওয়াই করোনা রোধে 'অব্যর্থ' এবং স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। আইএমএ-র বক্তব্য, করোনার জন্য প্রতিষেধক তৈরি করতে যখন দেশবিদেশের তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা বিনিদ্ররজনী জাগছেন, তখন বাবা রামদেবের এই ওষুধ মিথ্যা ছড়িয়ে গোটা দেশ ও বিশ্বকে প্রতারণা করতে চাইছে। আইএমএ প্রেসিডেন্ট ও তৃণমূল সাংসদ ড. শান্তনু সেনের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের চরম উদাসীনতার দৃষ্টান্ত এই ঘটনা। এর আগে করোনা নিয়ে নানা আজগুবি তথ্য সামনে এনেছিল আয়ুষমন্ত্রক। কেন্দ্রীয় শাসকদলের নেতারা কখনও গো মূত্র সেবন আবার কখনও 'ভাবিজির পাপড়' খেয়ে করোনা তাড়ানোর বিধান দিয়েছেন।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুটিন প্র্যাকটিস, জানাল কমিশন

-ফাইলচিত্র

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে রাজ্যে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো কোনও নতুন বিষয় নয়। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনের সময় এই প্রক্রিয়া মেনে চলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ একা নয়। সমস্ত রাজ্যে এই নির্বাচনি প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো নির্বাচনের বিধিভুক্ত। সোমবার এই মর্মে বার্তা জারি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাঁদের দাবি, এই কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো কমিশনের রুটিন প্র্যাকটিসের মধ্যে পড়ে। এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

বিতর্কের সূত্রপাত রাজ্যে ১২৫ কোম্পানি আধা সেনা পাঠানো নিয়ে। ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত না হলেও প্রথম পর্যায়ে মোট ১২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হচ্ছে রাজ্যে। শুধুমাত্র বাহিনীর মোতায়েন নয়, এই নিয়ে কমিশনের কড়া নির্দেশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গতিবিধির বিস্তারিত রিপোর্ট প্রতিদিন জমা দিতে হবে কমিশনের কাছে। তবে বিতর্ক দানা বেঁধেছে ১২৫ কোম্পানির বিপুল সংখ্যক আধা সেনা রাজ্যে পাঠানো নিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর আগে কখনও এত বিরাট সংখ্যক সেনা নির্বাচনের সময় রাজ্যে আসেনি। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার নির্বাচনকে 'পাখির চোখ' বানিয়েছে। তাই আইনশৃঙ্খলা নিজের হাতে রাখতে কমিশনের সঙ্গে রফা করে এই বিরাট সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন করছে। আজ এই অভিযোগেরই জবাব দিল কমিশন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশনের দাবি, বেশকিছু পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে পরোক্ষে কমিশনের নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও। এদিন তার জবাব দিতে গিয়ে কমিশনের যুক্তি, উনিশের নির্বাচনেও পর্যাপ্ত আধা সেনা রাজ্যে বহাল করেছিল কমিশন। উদ্দেশ্য সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করা। তার জন্য কোনওরকম আপস করবে না কমিশন। তাই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখতে খুব শিগগির শুরু হবে রুট মার্চ। পাশাপাশি কমিশনের দাবি, এই বারে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হওয়ার পরে তাঁরা কে, কোথায়, কখন ডিউটি করছেন বা কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা, অসুবিধার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসার পর কোন কোন এলাকায় টহলদারি হচ্ছে, অর্থাৎ বাহিনীর গতিবিধির রিপোর্ট পাঠাতে হবে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে। প্রতিদিনই সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন আধিকারিকরা। এর ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও স্থানীয় উপদ্রুত ও স্পর্শকাতর অঞ্চলের বাসিন্দাদের মনোবল বাড়ানো ও এরিয়া ডমিনেশন ও মার্কিংয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। এর মধ্যে আগামী ২৫ বা ২৬ ফেব্রুয়ারি আবার কলকাতায় আসছেন উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। রাজ্যের নির্বাচনি আধিকারিক ছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন নিয়ে কোনও অভিযোগ বা নালিশ থাকলেও তাও খতিয়ে দেখবেন তিনি বলে জানিয়েছে কমিশন।

জয় নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২২ ফেব্রুয়ারি : গদি হাতছাড়া হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে হোয়াইট হাউস। পুরোনো সঙ্গীদের বেশিরভাগ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তার পরেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের হার মেনে নিতে নারাজ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত একসপ্তাহে একাধিক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডেমোক্র্যাট পার্টির বিরুদ্ধে ফের ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, 'আমাদের কাছ থেকে জয় ছিনতাই করা হয়েছে। এটা কারচুপির নির্বাচন ছিল।' তাঁর মতে, যদি ডেমোক্র্যাটরা নির্বাচনে হেরে গেলে গোটা আমেরিকায় হিংসা ছড়াত। বিরোধীদের তুলনায় তাঁর সমর্থকরা অনেক বেশি সংযম দেখিয়েছেন বলে ট্রাম্প জানান। প্রেসিডেন্ট ভোটে হারের পর ক্যাপিটলে হামলার অভিযোগ উঠেছিল উগ্র ট্রাম্প সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার পর তাঁর ইমপিচমেন্টের দাবি জোরাল হয়েছিল। সম্প্রতি সেই অভিযোগ থেকে ছাড় পেয়েছেন ট্রাম্প। তার পরেই ফের ভোট জালিয়াতির অভিযোগে সরব হয়েছেন তিনি।

ধর্ষণে অভিযুক্ত ৪ বিজেপি নেতা

ভুপাল, ২২ ফেব্রুয়ারি : মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা প্রায় প্রতিদিন মিলছে। অতি সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় অভিযোগের তির গিয়েছে বিজেপির এক স্থানীয় নেতা ও তার তিন শাগরেদের বিরুদ্ধে। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এক যুবতীকে অপহরণ করে ফার্ম হাউসে আটকে রেখে লাগাতার তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভুপাল থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে শাহদল গ্রামে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে মুদির দোকানে গিয়ে ফিরে না আসায় তরুণীর পরিজনরা ভেবেছিলেন কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে সে হয়তো গিয়েছে। তাঁদের টনক নড়ে ২০ ফেব্রুয়ারি। সেদিন বাড়ির কাছে অচৈতন্য অবস্থায় তরুণীকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। এএসপি মুকেশ বৈশ্য জানিয়েছেন, চারজন অভিযুক্ত তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে খামারবাড়িতে আটকে রেখে দু'দিন নির্যাতন চালিয়েছে।

কঙ্গোয় নিহত ইতালির রাষ্ট্রদূত

কিনসাসা, ২২ ফেব্রুয়ারি : বন্দুকবাজের হামলায় নিহত হলেন কঙ্গোয় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত লুকা আত্তানাসিও। রাষ্ট্রসংঘের এক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তিনি গিয়েছিলেন সেই দেশের পূর্বাঞ্চলের কিভু প্রদেশের গামা অঞ্চল পরিদর্শন করতে। সেই সময় তাঁর ওপর হামলা হয়। হামলায় তাঁর গাড়িচালক এবং দেহরক্ষীও মারা গিয়েছেন। গামায় এখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে বলে জানা গিয়েছে। কঙ্গোর পুলিশ বলেছে, প্রশাসনকে না জানিয়েই ইতালীয় দূত সংঘর্ষপ্রবণ গামায় গিয়েছিলেন। তবে আততায়ীদের এখনও চিহ্নিত করা যায়নি।

সোমবার ভারতীয় বিমানবাহিনীর সেনা অফিসাররা পৌঁছোলেন বাংলাদেশ। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষাবিষয়ক আলোচনা চলবে চারদিন ধরে। তথ্য : সোমা মুখোপাধ্যায়।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ

দেশে ৭০ হাজার কোটি বরাদ্দের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি : আমদানি নয়, আত্মনির্ভরতা। প্রতিরক্ষা সামগ্রী তৈরিতে ভারতের বর্তমান ছবিটা আমূল বদলে দেওয়ার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানালেন, এখন থেকে আমদানির পরিবর্তে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ ও রপ্তানিতে জোর দেবে ভারত।

সোমবার একটি ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতে আগে উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত। কিন্তু স্বাধীনতার পর নানা কারণে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। দক্ষতাকে আর সেভাবে কাজে লাগানো হয়নি। কিন্তু এবার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধপরিকর।'

এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করার পথ খুলে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের জন্য বরাদ্দ অর্থ ঠিকভাবে খরচ করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষা শিল্পে দেশকে আত্মনির্ভর করতে কেন্দ্রীয় সরকার একগুচ্ছ পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

একই সুরে ওয়েবিনারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে যে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ কোটি টাকা অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে ৭০ হাজার কোটি টাকা (৬৩ শতাংশ) খরচ করা হবে দেশে নির্মিত অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার জন্য।' রাজনাথের বক্তব্য, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে প্রতিরক্ষামন্ত্রক ইতিমধ্যে ১০০টি জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করেছে, যা বাইরে থেকে আমদানি করা হবে না। সেগুলি তৈরি করা হবে ভারতের মাটিতে ও দেশীয় প্রযুক্তিতে। দেশে দক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তির অভাব নেই। তাই কোনও অসুবিধা হবে না। এভাবে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। সুযোগ বাড়বে রপ্তানিরও। দেশ হয়ে উঠবে আত্মনির্ভর। অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে শুধু তাই নয়, ভারতে কর্মসংস্থানও বাড়বে।

মোদি বলেন, 'প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতে শতাধিক অস্ত্র কারখানা ছিল। দুটো বিশ্বযুদ্ধে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র জোগান দিয়েছিল ভারত। কিন্তু তারপর আর সেই সক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়নি। বরং ছোটখাটো অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের জন্যও আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়েছে বিদেশের দিকে। কিন্তু এটা তো কোনও গর্বের বিষয় নয়।' প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, 'এই ছবিটা এবার বদলে দেওয়া হবে।'

মোদি বলেন, 'ভারতে প্রতিভার অভাব নেই। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হয়েছে নিরলস পরিশ্রম। এই দুইয়ের যোগে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অচিরেই ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারবে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ দেশে তৈরি তেজস লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট।'

প্রতিরক্ষা শিল্পে বেসরকারি পুঁজিকে জায়গা দেওয়ার কথা জানিয়ে মোদি এদিন বলেন, 'স্বাধীন ভারতে এই প্রথমবার প্রাইভেট সেক্টর দেশের প্রতিরক্ষা সেক্টরে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হচ্ছে।' তিনি দেশবাসী ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের মানুষদের কাছে আবেদন করেছেন, সময় বেঁধে নিয়ে এমন অ্যাকশন প্ল্যান ছকতে হবে যা ভারতকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

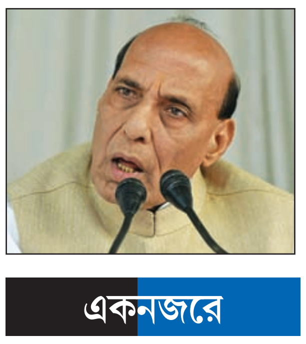

একনজরে

- প্রাক-স্বাধীন যুগে ভারতে শতাধিক অস্ত্র কারখানা ছিল। পরে সেই ধারা বজায় থাকেনি। দুটি বিশ্বযুদ্ধে ভারত থেকে অস্ত্র জোগান দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে ভারত অন্যতম প্রধান অস্ত্র আমদানিকারক দেশ।

- প্রতিরক্ষা আত্মনির্ভরতা বাড়াতে ১০০টি অস্ত্র ও সরঞ্জাম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০২১-২২ সাধারণ বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ১.৩৫ লক্ষ কোটির মধ্যে ৭০ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছে দেশে তৈরি অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য।

চিনের ৪৫টি বাণিজ্যিক প্রকল্পে ছাড়পত্র দিতে উদ্যোগী কেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : গালওয়ান সংঘর্ষের পর দূরত্ব বেড়েছে ইন্দো-চিন কূটনৈতিক সম্পর্কে। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে লাদাখ সীমান্তে সেনা প্রত্যাহারের সূত্র ধরে আবার পুরোনো সম্পর্ক ঝালাতে উদ্যোগী দুই দেশ। পররাষ্ট্র নীতিগত সমীকরণ নজরে রেখেই চিনের ৪৫টি বাণিজ্যিক শিল্প প্রকল্পে মঞ্জুরি দিতে উদ্যোগী হল ভারত।

গতবছর জুন মাসে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্র ধরে অবনতি এসেছিল উভয় দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কে। সেই ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহত ২০ জন জওয়ানের বদলা নিতে বেজিংয়ে সঙ্গে বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক তথা অন্যান্য শিল্প বিনিয়োগ ক্ষেত্রে দূরত্ব বজায় রাখে দিল্লি। নিষিদ্ধ হয় চিনের একাধিক মোবাইল অ্যাপ। খারিজ হয়ে যায় বিভিন্ন প্রকল্পে চিনের অংশীদারিত্ব। ভারতের বাজার অর্থনীতিতেও ব্রাত্য করে দেওয়া হয় চিনকে। এর ফলে আটকা পড়ে ভারতের মাটিতে চিনের তরফে সম্ভাব্য বিনিয়োগের ১৫০ টির বেশি প্রকল্প। এর বাজারমূল্য প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অবশেষে সীমান্তে সেনা প্রত্যাহারের প্রতি পালটা সৌজন্য দেখাতেই প্রায় ১ মার্কিন বিলিয়ন ডলার অর্থমূল্যের ৪৫টি বিশেষ বিনিয়োগে সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এর ফলে ভারতের মাটিতে বিনিয়োগ করার সবুজ সংকেত পাবে গ্রেট ওয়াল বা এসএআইসি-র মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। অবশ্য কেন্দ্রীয় ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে এমন সব সংস্থাকেই যাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিঘ্নিত হবে না। এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ৪৫ প্রকল্প মূলত বুনিয়াদি ও উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন অক্সিজেন জোগাতে সাহায্য করবে। ভারতের মাটিতে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে পারে গ্রেট ওয়াল মোটর সংস্থা। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত হওয়া এসএআইসি'র অধীন এমজি মোটর প্রায় ৬৫০ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে রাজি হয়েছে বলে জানান সেই আধিকারিক। এর পাশাপাশি পুরোনো সম্পর্ক ঝালাতে আসন্ন 'ব্রিকস' অধিবেশন যাতে ভারত পৌরহিত্য করে তা নিয়েও সরব হয়েছে বেজিং। ১৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ব্রিকস ইন্ডিয়ার বিশেষ ওয়েবসাইট উন্মোচন করেন। এই বছর দিল্লিতে হবে এই পাঁচ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বৈঠক। ভারতে সেই বৈঠকের আয়োজনকে সমর্থন করে দিল্লির দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে চায় চিন।

বেসরকারি হাসপাতালকে যুক্ত করার আর্জি প্রেমজির

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি : দেশে টিকাকরণে গতি আনতে বেসরকারি হাসপাতালগুলির সাহায্য নেওয়া উচিত বলে মনে করেন উইপ্রোর কর্ণধার আজিম প্রেমজি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে তিনি অনুরোধ করেছেন, করোনা টিকাকরণ কর্মসূচিতে বেসরকারি পরিষেবাকে যুক্ত করতে। এটা করলে দু'মাসের মধ্যে দেশের ৫০ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া সম্ভব হবে। টিকাকরণ কর্মসূচিতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কাজে লাগানোর চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানিয়েছে নীতি আয়োগ। কেন্দ্রের কোভিড রেসপন্স দলের প্রধান ভিকে পাল বলেন, 'আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে টিকা দেওয়ার জন্য বৃহত্তর পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কাজে লাগাতে হবে।'

সোমবার প্রেমজি বলেন, 'টিকাকরণের কর্মকাণ্ডে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থাগুলোকে সঙ্গে নিলে ৬০ দিনের মধ্যে ৫০ কোটি লোককে টিকা দেওয়া যাবে।' তিনি বলেন, 'টিকার একটা ডোজ ৩০০ টাকায় দিচ্ছে সিরাম। বেসরকারি হাসপাতালকে দায়িত্ব দিলে তারা হয়তো পরিষেবা বাবদ আরও ১০০ টাকা নেবে। এটা এমন কিছু বড় খরচ নয়। কিন্তু এটা করলে করোনা সংক্রমণের বিপদ থেকে দেশ মুক্ত হবে।' ইতিমধ্যে সোমবার পর্যন্ত ১ কোটি ১১ লক্ষ মানুষকে করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে।